খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ শিল্প ও উদ্যানপালন দপ্তর

সাফল্যের খতিয়ান

পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মাননীয়া মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের অনুপ্রেরণায় খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ শিল্প ও উদ্যানপালন দপ্তর তার ক্ষেত্রগুলিতে সাফল্যের শীর্ষ শপথকে সুনিশ্চিত করতে বদ্ধপরিকর।

সমৃদ্ধির মানচিত্র

উদ্যানপালন পরিকাঠামো উন্নয়ন

প্রতিটি জেলায় প্যাকহাউস নির্মাণ (২০১৮-১৯): প্রতি জেলায় তিনটি

২০১৯-২০ অর্থবর্ষে তিনটি অঞ্চলের প্রতিটিতে অন্তত একটি আধুনিক প্যাক হাউস নির্মাণ: দক্ষিণবঙ্গ, পশ্চিমাঞ্চল, উত্তরবঙ্গ

বারাসাত প্যাক হাউসের পুনরুজ্জীবন ও উন্নতিসাধন এবং মালদা প্যাক হাউসের উন্নতিসাধন

বারাসাত প্যাক হাউসে বাষ্প তাপ পরিচর্যার পরিকাঠামো নির্মাণ

দুগলির ইরেডিয়েশন ইউনিটটিকে কার্যকরী করে তোলা

নদিয়ার আমেশপুরের টিস্যু কালচার গবেষণাগারটির পুনরুজ্জীবন

রাজ্যের সমস্ত সরকারি বিদ্যালয়গুলির জমিগুলির মূল্যায়ন

ফল পাকানোর কক্ষ: প্রয়োজনীয়তার মূল্যায়ন এবং এই সংক্রান্ত অতিরিক্ত পরিকাঠামোর উন্নয়ন

উত্তর চব্বিশ পরগণার মনু কেন্দ্রের উন্নতি সাধন

উৎকর্ষকেন্দ্র, হুগলিতে কার্যকরী করে তোলা (প্রশিক্ষণ সংক্রান্ত বিষয়টিসহ)

সাজ্জ ও ফল বাগান স্থাপনের পরীক্ষামূলক প্রকল্প (প্রতি জেলায় ২০টি বিদ্যালয়ে)

প্রতিটি উদ্যানপালন খামারের পর্যালোচনা: ভবিষ্যৎ উন্নয়নের সম্ভাবনার মূল্যায়নের জন্য ষোলোটি জেলায় মশলা উন্নয়ন প্রকল্প: প্রক্রিয়াকরণ ও মোড়কিকরণে গুরুত্বসহ

আটটি জেলায় ফুল চাষে সুসংহত উন্নয়ন: বৈদেশিক প্রজাতির ফুল চাষে গুরুত্বসহ জীবিকার প্রকল্প বৃদ্ধির জন্য হুগ্লাক চাষের উন্নয়ন

খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ

উদ্যানজাত সামগ্রীর সাথে চুক্তিভিত্তি বাজারের সংযোগ স্থাপন

উত্তর চব্বিশ পরগণায় মনু কেন্দ্র স্থাপন

খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ শিল্পের সর্বাত্মক সমর্থন

উদ্যানজাত রপ্তানী

রপ্তানী বৃদ্ধির লক্ষ্যে শ্রেষ্ঠ অভ্যাসের অনুশীলন

সরকারী আধিকারিক/স্থানীয় জনপ্রতিনিধি/রপ্তানীকারক/কৃষক উৎপাদক সংস্থার দক্ষতা বৃদ্ধি

সবচেয়ে ভালো দাম পাওয়ার জন্য রপ্তানী গন্তব্য স্থিতিকরণ

সিনকোনা ও ঔষধি গাছ সেক্টরের

সাফল্যের কাহিনী

ইপিকাকের চাষ

রাবার প্লেন্টের সম্প্রসারণ

শুদ্ধ ইপিকাকের শিকড় উৎপাদন

প্রশিক্ষণের জন্য মডেল ফার্মের নির্মাণ

বাগানের রাস্তার উন্নয়নের জন্য বৃষ্টি প্রকল্প

উত্তরাঞ্চলে ঔষধি সম্পদ মশলা সংগ্রহ এবং রিসার্চ ল্যাব ও নার্সারিতে সংরক্ষণ

ই-অরপ্রসার মাধ্যমে সিনকোনা ছাল, শুষ্ক ইপিকাকের শিকড়, রাবার সিট ও রাবার স্ল্যাপ-এর বিক্রয় পদ্ধতি শুরু হয়েছে

সিনকোনা প্লেন্টের সম্প্রসারণ

রাবার সিট এবং রাবার স্ল্যাপের উৎপাদন

কফি প্লেন্টের সম্প্রসারণ

চায়ের পলিথিন শেডিং-এর পরিবর্তে পলিথিন জাল

মরশুমান কর্মসূচী

কফি বোর্ডের পরামর্শে কালিম্পং-এ ৩৪৬ একর জমি স্কুলে ১২৬২ জন চাষী প্রথম পর্যায়ে নোনা কফি চাষের উদ্দেশ্যে

Naturally Bengal
the land of plenty

উদ্যান পালন ক্ষেত্রে

সাফল্যের প্রতিফলন

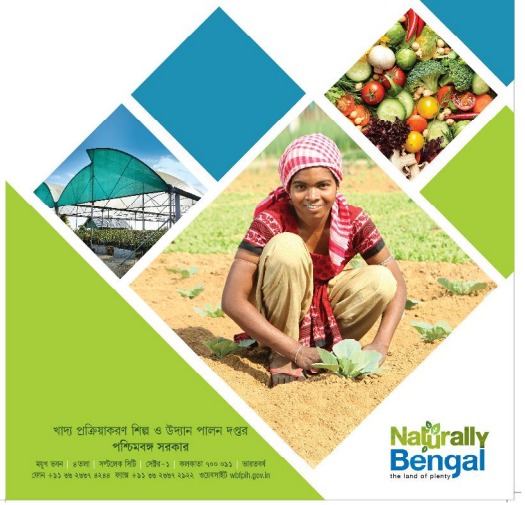

খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ শিল্প ও উদ্যানপালন দপ্তর
পশ্চিমবঙ্গ সরকার

মুখ্য ভবন | ৪ তলা | সল্টলেক সিটি | সেক্টর-১ | কলকাতা ৭০০ ০৯১ | আরকেবি
ফোন: +৯১ ৩৩ ২৩৩৭ ৪২৪৪ ফ্যাক্স +৯১ ৩৩ ২৩৩৭ ৭৯২৫ ওয়েবসাইট: wofpb.gov.in

Naturally Bengal
the land of plenty

উদ্যান পালন ক্ষেত্রে

সাফল্যের কাহিনী

পশ্চিমাঞ্চলের জয়ন্তি জেলায় ফল উদ্যানপালনের বিকাশ

পশ্চিমাঞ্চলের জয়ন্তি জেলায় খরা প্রবণ এলাকায় উচ্চভূমিতে বাণিজ্যিক ফল বাগান স্থাপন এবং এলাকার কৃষকদের বাড়তি আয়ের জন্য আধা-স্থায়ী সম্পদ সৃষ্টির বিষয়ে নিশ্চিতভাবে হস্তক্ষেপ করার লক্ষ্যে ২০১৭-১৮ অর্থবর্ষে 'পাইলট প্রকল্প' হিসাবে শুরু হওয়া 'পশ্চিমাঞ্চল উন্নয়ন পরিকল্পনা'টি নতুন নতুন এলাকাতে সম্প্রসারিত হয়েছে। ২০১৮-১৯ অর্থবর্ষে ২৯৫৫ হেক্টর এলাকা ফলবাগিচার আওতায় এবং ৬৭৫ হেক্টর এলাকা সজি চাষের জন্য 'উদ্যান পালন সংক্রান্ত এলাকা সম্প্রসারণ কর্মসূচি'-এর অর্ন্তভুক্ত হয়েছে।

উত্তরবঙ্গ উদ্যানপালন বিকাশ কর্মসূচী

'পশ্চিমাঞ্চল উন্নয়ন কর্মসূচি'-এর প্রসার ও সফলতা বৃদ্ধিকল্পে বিশেষভাবে মেখে উত্তরবঙ্গের ছয়টি জেলায় উদ্যানপালন সংক্রান্ত কার্যকলাপ সম্প্রসারণের লক্ষ্যে একটি পরীক্ষামূলক কর্মসূচি শুরু করা হয়েছে। এই কর্মসূচির লক্ষ্য হল এলাকার জন্য উপযুক্ত ফল, ফুল, সবজি, মশলা এবং ভোগ্য ফসল চাষের ধর উদ্যানপালন বিষয়ক কার্যকলাপের প্রসার ঘটিয়ে কৃষিজ জনসাধারণের জীবনযাপনের সহায়তা করা এবং সমগ্র এলাকার উন্নতি ও পরিকল্পিত বিকাশ ঘটানো।

তাজা উদ্যানজাত ফসল রপ্তানিতে উৎসাহদানের উদ্যোগ

ইউরোপীয় ইউনিয়নভুক্ত দেশগুলিতে এই রাজ্যের তাজা উদ্যানজাত ফসল রপ্তানিতে উৎসাহ দেওয়ার জন্য ভারত সরকার কর্তৃক নির্ধারিত রপ্তানি পরিদর্শন ও উদ্ভিদ স্বাস্থ্য পংগ্রহণের আদর্শ পরিচালন পদ্ধতি অনুযায়ী পশ্চিমবঙ্গের কৃষকদের নাম ইউরোপীয় ইউনিয়নভুক্ত দেশগুলিতে তাজা উদ্যানজাত ফসল রপ্তানি করার জন্য নিবন্ধিকৃত করার কাজ এ রাজ্যে শুরু হয়েছে। এর সাথে মধ্য প্রাচ্য ও দক্ষিণ এশিয় দেশগুলিতে রপ্তানির পথ খুলে দেয়া হয়েছে। জুন, ২০১৮ তে কলকাতায় একটি চিত্তাকর্ষক কেলার মিট অনুষ্ঠিত হয়েছে এবং সেখানে রাজ্যের বিভিন্ন জেলার আম প্রদর্শিত হয়েছে। ইরান, সৌদি আরব, সংযুক্ত আরব আমিরশাহী, নেপাল, ইরাকোলে এবং সিঙ্গাপুর থেকে আগত রপ্তানিকারকগণ এই অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করেন এবং সমস্ত আম উৎপাদক জেলার প্রতিনিধিদের সাথে আলাপ আলোচনা করেন।

সুরক্ষিত কৃষি (Protected Cultivation)

লক্ষ্য করা গেছে যে অধিক ফসল এবং প্রতিকূল আবহাওয়া পরিস্থিতির বিষয়ে সুরক্ষার নিশ্চয়তা প্রদান করে 'সুরক্ষিত কৃষি' সারা বছর ধরে উচ্চমূল্য ফুল, ফল এবং সজি চাষের ক্ষেত্রে এক উজ্জ্বল সম্ভাবনা সৃষ্টি করতে পারে উচ্চমূল্য ফুল, সজি ও ফলের সুরক্ষিত কৃষি উৎপাদনের জন্য ২০১৮-১৯ অর্থবর্ষে ২০০ লাখিমের আয়তন বিশিষ্ট ৬৫২টি পলি/টিন/পেডেস্টাল হাউস (মোট ৭০,৪০০ বর্গমিটার) নির্মাণ করা হয়েছে।

খরিফ মরশুমি পেঁয়াজ চাষ ও পেঁয়াজ মজুত ঘর

খরিফ মরশুমি পেঁয়াজ (বর্ষা/শেষ বর্ষার উৎপাদন) চাষের প্রবর্তন এক উল্লেখযোগ্য সাফল্য যা রাজ্যের লাল মাটি ও প্রাচীন এবং নবীন পলিমাটি এলাকার কৃষি অভ্যাসের এক আমূল পরিবর্তনকারী দৃষ্টান্ত। ২০১৮-১৯ অর্থবর্ষে প্রায় ১১০০ হেক্টর চাষযোগ্য জমিকে খরিফ পেঁয়াজ চাষের অর্ন্তভুক্ত করা হয়েছে। ২৫ টন ক্ষমতা সম্পন্ন ১১৬টি অন্ধ্রানুসরে পেঁয়াজ মজুত ঘর (মোট ২,৮২৫ মেট্রিক টন) নির্মাণ করা হয়েছে। ২০১৭-১৮ অর্থবর্ষে পশ্চিমবঙ্গে মোট ৬,৩৩,৬০০ মেট্রিক টন পেঁয়াজ উৎপাদিত হয়েছে।

আঙুর চাষ

বীজবিহীন আঙুর চাষের মাধ্যমে মূল্য সংযোজন প্রক্রিয়ায় 'রাষ্ট্রীয় আঙুর গবেষণা কেন্দ্র, পুনা'-এর পরামর্শে বীজুতা কেলার তালচারা উদ্যানপালন গবেষণা ও উন্নয়ন কৃষি খামারে বাণিজ্যিক ভিত্তিতে বীজবিহীন প্রজাতির আঙুর (থমেন - থমসন, মেডিকা, মঞ্জুরী নবীন, ফ্যান্টাসি প্রভৃতি বীজবিহীন প্রজাতি) চাষের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। রাষ্ট্রীয় গবেষণা কেন্দ্রের প্রতিবেদন অনুযায়ী বীজুতার ভূগর্ভস্থিতি ও অবস্থাওয়ায় আঙুরলতাগুলি ভালোভাবে বেড়ে উঠেছে এবং আশা করা যায় যে ২০১৯ সালের জুন মাস নাগাদ ফল পিছে শুরু করবে।

কৃষক উৎপাদক সংস্থা (Farmers Producers Organization)

মধ্যস্থতাকারীদের ভূমিকা হ্রাস করতে এবং কৃষকেরা যাতে ফসলের উচিতমূল্য পান সে বিষয়টি সুনিশ্চিত করতে কৃষকদের সাথে বাজারের সরাসরি যোগাযোগ গড়ে তোলার লক্ষ্যে তিরিশটি কৃষক উৎপাদক সংস্থা গঠন ও নিবন্ধিকৃত করা হয়েছে।

ফলন পরবর্তী ব্যবস্থাপনা (Post Harvest Management)

মজুত ক্ষমতা বৃদ্ধি এবং বিকল্প শক্তির উৎস হিসেবে সৌরশক্তিকে ব্যবহারের মাধ্যমে প্রযুক্তিগত উন্নতিসাধনের জন্য ২০১৮-১৯ অর্থবর্ষে বৃষ্টি সর্বসুবিধাযুক্ত হিমঘরকে শিশম মল ইনটিগ্রেটেড চেম্বেলপমেন্ট স্কল হর্টিকালচারের লক্ষ্যে অর্থ সাহায্য দেওয়া হয়েছে। ফল এবং সব্জির মজুতকরণের কার্যকারিতা এবং আয়ুষ্কালীন বৃদ্ধির ক্ষেত্রে প্যাকহাউসকে ফলন পরবর্তী বন্দোবস্তের একটি গুরুত্বপূর্ণ পরিকাঠামো হিসেবে স্বীকৃতি দিয়ে উদ্যানজাত ফসল উৎপাদনগুলির মধ্যে উচ্চতরের ফলন পরবর্তী বন্দোবস্তের জন্য হিসেবে ব্যয়টি ও প্রদানের নির্ধারের অবয়ান গড়ে তোলার জন্য ধারাবাহিক চর্চা ও প্রশিক্ষণ দানের উদ্দেশ্যে ২০১৮ সালের অক্টোবর মাস পর্যন্ত মোট ষোলটি কৃষি খামার স্তরের প্যাকহাউসকে অধিকতর আর্থিক সহায়তা দানের সিদ্ধান্তটিকে অনুমোদন দেওয়া হয়েছে।

মৌমাছি পালকদের জন্য পরিচয়পত্র প্রদান

খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ শিল্প ও উদ্যানপালন দপ্তর মৌমাছি পালকদের বাণিজ্যকে মান্যতা দিয়েছে এবং বাক্সসহ মধু সংগ্রহের পদ্ধতিকে সহজতর করেছে।

মধু কেন্দ্র

সুসংহত কৃষি পদ্ধতির অধীনে এ রাজ্যের গ্রামাঞ্চলের মধু চাষীদের মাধ্যমে মৌ পালন কার্যক্রম সম্পাদিত হয়। মৌমাছি অন্যতম শ্রেষ্ঠ পরাগ সংবহনকারী। এরা পরাগ সংবহনের মাধ্যমে বিভিন্ন কৃষিজাত ও উদ্যানজাত ফসলের উৎপাদন বৃদ্ধিতে সাহায্য করে থাকে। তাছাড়া মধু এবং রয়াল জেলি, প্রোপলিস, মোম, চাক ভাঙা মধু, মৌমাছির বিষের মত অন্যান্য মৌচাকজাত দ্রব্য যেগোন দিয়েও গ্রামীন মানুষের উপার্জন ও কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করে থাকে। বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি প্রয়োগ করে মৌমাছি পালনের পরিধিকে বৃদ্ধিত করতে এবং মধু চাষীরা যাতে মধু এবং অন্যান্য মৌচাকজাত দ্রব্য বিক্রয় করে উপযুক্ত মূল্য পান সে বিষয়কে সুনিশ্চিত করতে উত্তর চব্বিশ পরগণার দেগঙ্গায় একটি রাজ্য স্তরের মধু কেন্দ্র স্থাপনের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে।

নতুন প্রজাতির ফল চাষ

ড্রাগন ফল, স্ট্রবেরি ইত্যাদির মত বিভিন্ন ধরনের বাণিজ্যিক বৈচিত্র্যের নতুন ফলের উৎপাদন শুরু করা হয়েছে এবং উত্তরবঙ্গের জেলাগুলির জন্য এটি বাণিজ্যিকভাবে সম্ভাবনাময় বলে মনে করা হচ্ছে। জলপাইগুড়ি জেলায় ড্রাগন ফলের প্রদর্শন কর্মসূচিটি খুবই আশাব্যঞ্জক হয়েছে।

সব্জি বাগানের স্থাপনের মাধ্যমে পুষ্টি সহায়তা

নারী ও শিশু কল্যান দপ্তরের সাথে পরাশর্শক্রমে খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ শিল্প ও উদ্যানপালন দপ্তর পুষ্টি সহায়তা প্রদানের জন্য রাজ্যে ছয়টি নারী/শিশু/পরিত্যক্ত/ভগ্নপুত্র আবাসে সব্জি বাগান স্থাপনের উদ্যোগ গ্রহণ করেছে।